॥ মহামহোপাধ্যায় প্রো. রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী ॥

ভূমিকা- কালের বিচারে সংস্কৃত সাহিত্য তিনভাগে বিভক্ত- বৈদিক সংস্কৃত সাহিত্য, ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্য এবং আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য। আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য বলতে, অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতক থেকে শুরু করে বর্তমানকাল (২০২০খ্রীঃ) পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষায় রচিত সমস্ত কিছুকে বোঝায়। এই আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের যুগে যে কজন কবি কাব্যরচনার ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম - মহামহোপাধ্যায় প্রো. রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী।

জন্ম- ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে আগষ্ট মধ্যপ্রদেশের সীহোর জেলার অন্তর্গত নাদনের গ্রামে পণ্ডিত রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রাম নর্মদানদীর তীরে অবস্থিত।

বংশপরিচয়- কবির পিতা ছিলেন পণ্ডিত নর্মদাপ্রসাদ দ্বিবেদী । তিনিও সংস্কৃত সাহিত্যের বিশিষ্ট বিদ্বান। মাতা হলেন লক্ষ্মীদেবী।

ছাত্রজীবন- মাত্র আট বৎসর বয়সে পিতামাতার পরলোক প্রাপ্তি হলে কবি তাঁর মামা শ্রীশালিগ্রাম পরসাই এর কাছে গিয়ে থাকেন। ১৯৫০সালে তিনি বারাণসীতে রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ে (বর্তমান নাম- সম্পূর্ণানন্দ-সংস্কৃত-বিশ্ববিদ্যালয়) পারম্পরিক ও প্রারম্ভিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। ১৯৫৩খ্রীঃ তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় (তৎকালীন সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়) থেকে শাস্ত্রী উপাধি, ১৯৫৬খ্রীঃ সাহিত্যাচার্য উপাধি এবং ১৯৫৯খ্রীঃ M.A ডিগ্রী অর্জন করেন। বলাবাহুল্য এই তিনটি পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৬৫খ্রীঃ পণ্ডিত রবিশঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি Ph.D উপাধি এবং ১৯৭৪খ্রীঃ জবলপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক D.Lit উপাধি লাভ করেন।

কর্মজীবন- ১৯৫৯খ্রীঃ M.A পাস করেই মধ্যপ্রদেশের সরকারী কলেজের লেকচারার হিসেবে নিযুক্ত হন। পরে পদোন্নতি হয়ে তিনি সহকারী -অধ্যাপক হয়েছিলেন। ১৯৭০খ্রীঃ কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতবিদ্যা ও ধর্মবিজ্ঞান বিভাগে রীডার পদে যোগ দেন। ক্রমশ ১৯৭৭ সালে প্রোফেসার হন। এভাবে দীর্ঘ অধ্যাপনার পর ১৯৯৫খ্রীঃ কবি তাঁর কর্মজীবন সম্পন্ন করেন। কর্মজীবনে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদ সামলেছেন। যেমন - ১৯৭০-১৯৮৭ খ্রীঃ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৮বছর তিনি বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। ১৯৭৭-১৯৭৯ পর্যন্ত পরপর তিনবার তিনি (BHU) ডিন হিসেবে নির্বাচিত হন।

কৃতিত্ব- পণ্ডিত রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী ছাত্রাবস্থা থেকেই অসাধারণ কবিত্ব শক্তির অধিকারী ছিলেন। ১৯৪৭খ্রীঃ যখন তিনি মধ্যমার ছাত্র, তখন স্বাধীনতা দিবসে সংস্কৃতে শ্লোক লিখে গুরুদেবের প্রশংসাভাজন হয়েছিলেন। আচার্য পড়ার সময় কবি তাঁর প্রথম মহাকাব্য 'উত্তরসীতাচরিতম্' এর পাঁচটি সর্গ লিখে ফেলেছিলেন। এরকম অসামান্য প্রতিভাধর কবি সংস্কৃত সাহিত্যকে অসংখ্য মৌলিক গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন। গ্রন্থরচনার সাথে সাথে প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির সম্পাদনাও করেছেন। এছাড়াও কবির তত্ত্বাবধানে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী Ph.D উপাধি লাভ করেছে।

কবি প্রায় ৩০টির অধিক মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তারমধ্যে ৩টি মহাকাব্য , ১৩টি কাব্য, ২টি নাটক, ৪টি নবীনশাস্ত্র, ৩টি কথা , ৪টি প্রকরণমূলক গ্রন্থ এবং 'কালিদাসশব্দানুক্রমকোষ' নামক একটি কোষগ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। মৌলিক গ্রন্থগুলি ব্যতিরেকে কবি ৭টি শাস্ত্রীয়গ্রন্থের হিন্দি ভাষ্য , প্রায় ২০টি সমীক্ষাত্মক সম্পাদনা গ্রন্থ তথা ১৮টি অন্যান্য রচনাও করেছেন। কবির লেখনী এখনও সংস্কৃত সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। তাঁর রচিত তিনটি মহাকাব্য হল - উত্তরসীতাচরিতম্- এখানে ১০টি সর্গে প্রায় ৬৯৫টি শ্লোক আছে । মহাকাব্যটি সীতাদেবীর জীবনচরিত অবলম্বনে রচিত। স্বাতন্ত্র্যসম্ভবম্- ৭৫সর্গের একটি বৃহৎ মহাকাব্য। এখানে প্রায় ৬০৬৪শ্লোক আছে। (তবে বর্তমানে ৮১টি সর্গে ৬৫২৩টি শ্লোকে সমৃদ্ধ এই মহাকাব্য) ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাই থেকে শুরু করে প্রায় সমস্ত ভারতীয় আন্দোলনের ইতিহাস এখানে বর্ণিত হয়েছে। কুমারবিজয়ম্- এখানে ১১টি সর্গে প্রায় ৯০২টি শ্লোকে আধুনিক রক্তহীন সংগ্রামের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে । কালিদাসের কুমারসম্ভবম্ মহাকাব্যের সাথে এর যৌক্তিক সমর্থন আছে।

সম্মান- এহেন বিখ্যাত কবি সাহিত্য সংসারের যাবতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন । রঘুবংশমহাকাব্যের হেমাদ্রিকৃত দর্পণটীকার সম্পাদনার জন্য Ph.D এবং আনন্দবর্ধন, অলংকারবিমর্শিনী সহিত অলংকারসর্বস্ব প্রভৃতি প্রকাশিত গ্রন্থের জন্য সাম্মানিক D.Lit উপাধি পান। ১৯৭৮খ্রীঃ রাষ্ট্রপতি Certificate of Honour সম্মান দেন। কাব্যশাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য বোম্বাই এশিয়াটিক সোসাইটি ১৯৮৪খ্রীঃ সাম্মানিক ফেলো নির্বাচিত করে। ১৯৮৫খ্রী কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় 'মালবীয়' পুরস্কার প্রদান করে। ১৯৯১খ্রীঃ স্বাতন্ত্র্যসম্ভবম্ মহাকাব্যের জন্য 'সাহিত্য একাডেমী' পুরস্কার পান। ১৯৯৩খ্রীঃ বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরেটস প্রোফেসার হন। ১৯৯৯খ্রীঃ তিরুপতিস্থ সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ কবিকে সর্বোচ্চ 'মহামহোপাধ্যায়' সম্মানে সম্মানিত করে। মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশ সরকার কর্তৃক যথাক্রমে ৪টি ও ৫টি পুরস্কার পান। ২০০০খ্রীঃ কবি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর হাতে 'শ্রীবাণী অলংকরণ' পুরস্কারে ভূষিত হন। কেবলমাত্র স্বাতন্ত্র্যসম্ভবম্ মহাকাব্যটির জন্য কবি ৪টি পুরস্কার পেয়েছেন। এছাড়াও কবি ২০০৯খ্রীঃ থেকে সনাতন ছদ্মনামে সারস্বতসাধনা করছেন। তাই তাকে সনাতনকবি বলা হয়ে থাকে। রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান তাঁর কাব্যচর্চা অবলম্বনে 'সনাতনস্য কাব্যবৈভবম্' নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে।